০১-০৪-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ - সেসব শেষ হয়ে যাবে, তাই এসবের প্রতি অসীমের (বেহদের) বৈরাগ্য প্রয়োজন, বাবা তোমাদের জন্যে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের সাইলেন্সে কোন্ রহস্য-টি সমায়িত আছে ?

উত্তর :- যখন তোমরা সাইলেন্সে বসো তখন শান্তিধামকে স্মরণ কর। তোমরা জানো সাইলেন্স অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মৃত হওয়া। এখানে বাবা তোমাদের সদ্গুরু রূপে সাইলেন্সে থাকা শেখাচ্ছেন। তোমরা সাইলেন্সে থেকে বিকর্ম গুলি দগ্ধ কর। তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে এখন ঘরে (পরম ধামে) ফিরতে হবে। অন্য সৎসঙ্গে শান্তিতে ব'সে কিন্তু তাদের শান্তিধামের জ্ঞান নেই ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে শিববাবা বলছেন। গীতায় আছে শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন, কিন্তু আসলে আছে শিববাবা বলছেন, কৃষ্ণকে বাবা বলা যাবে না। ভারতবাসী-রা জানে যে পিতা হয় দুইজন, লৌকিক ও পারলৌকিক। পারলৌকিককে পরম পিতা বলা হয়। লৌকিককে পরম পিতা বলা যাবে না। তোমাদের কোনও লৌকিক পিতা বোঝাচ্ছেন না। পারলৌকিক পিতা পারলৌকিক সন্তানদের বোঝাচ্ছেন। সর্ব প্রথমে তোমরা যাও শান্তিধাম, যাকে তোমরা মুক্তিধাম, নির্বাণধাম বা বানপ্রস্থও বল। এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা, এবার শান্তিধাম যেতে হবে। শুধুমাত্র তাকেই বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স। এখানে বসে প্রথমে শান্তিতে বসতে হবে। সব সৎসঙ্গে প্রথমে শান্তিতে বসানো হয়। কিন্তু তাদের শান্তিধামের জ্ঞান থাকে না। বাচ্চারা জানে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এই পুরানো শরীর ছেড়ে ঘরে (পরমধাম) ফিরতে হবে। যে কোনও সময়ে শরীর ত্যাগ করতে হবে , তাই এখন বাবা যা পড়াচ্ছেন সেসব ভালো রীতি পড়তে হবে। সুপ্রিম টিচারও হলেন তিনি। সদ্গতি দাতা গুরুও হলেন তিনি, তাঁর সঙ্গেই যোগ যুক্ত হতে হবে। এই একজন-ই তিনটি সার্ভিস করেন। এমন ভাবে অন্য কেউ তিনটি সার্ভিস করতে পারে না। একমাত্র শিববাবা সাইলেন্সও শেখান। জীবিত অবস্থায় মৃত তাকেই সাইলেন্স বলা হয়। তোমরা জানো আমাদের এখন শান্তিধাম ঘরে ফিরতে হবে। যতক্ষণ আত্মারা পবিত্র নয়, ততক্ষণ ঘরে ফিরতে পারে না। ফিরতে তো সবাইকে হবে তাই শেষ কালে পাপ কর্মের সাজা প্রাপ্ত হয়, তাতেই পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। কষ্ট যন্ত্রণা সবই সহ্য করতে হয় কারণ মায়ার কাছে হেরেছে। বাবা তো আসেন মায়াকে পরাজিত করাতে। কিন্তু গাফিলতি করে বাবাকে স্মরণ করে না। এখানে তো এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ভক্তিমার্গেও অনেকে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে মাথা নোয়ায় তার পরিচয় জানে না। বাবা এসে এমন ভ্রমণ বন্ধ করেন। বোঝান জ্ঞান হল দিন, ভক্তি হল রাত। রাতের অন্ধকারেই ধাক্কা খেতে হয়। জ্ঞানের দ্বারা দিন অর্থাৎ সত্যযুগ-ত্রেতা। ভক্তি অর্থাৎ রাত, দ্বাপর-কলিযুগ। এই হল সম্পূর্ণ ড্রামার সময় অবধি বা ডিউরেশন। অর্ধেক সময় দিন, অর্ধেক সময় রাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দিন ও রাত। এইটি হল অসীমের কথা। অসীম জগতের পিতা অসীমের সঙ্গমে আসেন, তাই বলা হয় শিবরাত্রি। মানুষ এই কথা জানে না যে শিবরাত্রি কাকে বলে ? তোমাদের ছাড়া আর একজনও শিব রাত্রির গুরুত্ব জানে না কারণ এই সময়টি হল মাঝখানে। যখন রাত পুরো হয়ে, দিন শুরু হয় , একেই বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। পুরানো দুনিয়া ও নতুন দুনিয়ার মধ্যিখানের সময়। বাবা আসেন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে -যুগে। এমন নয় যুগে-যুগে। সত্যযুগ-ত্রেতার সঙ্গম কালকেও সঙ্গম যুগ বলে দেয়। বাবা বলেন এই কথাটি ভুল।

শিববাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। তোমরা সবাই হলে ব্রাহ্মণ। যোগ শেখাও পবিত্র হওয়ার জন্য। ওই ব্রাহ্মণরা কাম চিতায় বসায়। ওই ব্রাহ্মণ এবং তোমরা যে ব্রাহ্মণ, দুই ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ আছে। ওরা হল কুখ বংশী (গর্ভে জন্ম হয়), তোমরা হলে মুখ বংশী। প্রত্যেকটি কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। যদিও কেউ আসলে তাকে বোঝানো হয়, অসীম জগতের (বেহদের) বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। তারপরে যত খানি দৈবী গুণ ধারণ করবে ও করাবে ততই উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে। বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করতে। অতএব তোমাদেরও এই সার্ভিস করতে হবে। পতিত তো সবাই । গুরু কাউকে পবিত্র করতে পারেন না। পতিত-পাবন নাম হল শিববাবার। তিনি আসেনও এখানে। যখন সবাই পুরোপুরি পতিত অবস্থায় পৌঁছে যায় ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী, তখন বাবা আসেন। সর্ব প্রথমে বাচ্চাদের অল্ফ বুঝিয়ে দেন। আমাকে স্মরণ করো। তোমরা বল তাইনা উনি হলেন পতিত-পাবন। রুহানী বাবাকে বলা হয় পতিত-পাবন। বলা হয় - হে ভগবান্ অথবা হে বাবা। কিন্তু পরিচয় কেউ জানে না। এখন তোমাদের অর্থাৎ সঙ্গমবাসীদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। তারা হল নরক বাসী। তোমরা নরক বাসী নও। হ্যাঁ, কেউ যদি হেরে গিয়ে একেবারে নীচে পড়ে যায়। তার অর্জিত জমা ধন শেষ হয়ে যায়। মুখ্য কথা হল পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। এ হল পাপময় দুনিয়া। ওই হল পাপমুক্ত দুনিয়া, নতুন দুনিয়া, যেখানে দেবতারা রাজত্ব করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানতে পেরেছ। সর্ব প্রথমে দেবতারা-ই সবচেয়ে বেশি জন্ম নেন। তার মধ্যেও যারা প্রথমে সূর্যবংশী হয় তারা প্রথমে আসেন, ২১ জন্মের বর্সা প্রাপ্ত করেন। এই বেহদের অর্থাৎ অসীমের বর্সা হল - পবিত্রতা-সুখ-শান্তির । সত্যযুগকে পূর্ণ সুখধাম বলা হয়। ত্রেতা হল সেমি স্বর্গ, কারণ দুই কলা কমে যায়। কলা বা কোয়ালিটি কম হলে উজ্জ্বলতা কম হতে থাকে। চাঁদের কলা কম হলে আলোও কম হয়। শেষে একটি রেখা বাকি থেকে যায়। একদম নিল (Nil) হয়ে যায় না। তোমাদেরও এইরকম হয় - নিল (Nil) হয় না। একেই বলা হয় আটায় নুন অর্থাৎ খুবই অল্প মাত্রায়।

বাবা আত্মাদের বসে বোঝান। এ হল আত্মা এবং পরমাত্মার মেলা। বুদ্ধি দিয়ে এই কথাটি বুঝে নিতে হয়। পরমাত্মা কখন আসেন ? যখন অনেক আত্মারা অথবা সংখ্যায় অনেক মানুষ হয় তখন পরমাত্মা মেলায় আসেন। আত্মা ও পরমাত্মার মিলন মেলা কেন আয়োজিত হয় ? ওই মেলা তো ময়লা হওয়ার জন্যে। এই সময় তোমরা বাগানের মালিক দ্বারা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছ। কিভাবে হও ? স্মরণের শক্তি দ্বারা। বাবাকে বলা হয় সর্ব শক্তিমান। যেমন বাবা হলেন সর্ব শক্তিমান তেমনই রাবণও কোনও কম শক্তিমান নয়। বাবা নিজেই বলেন মায়া খুব শক্তিশালী, খুব প্রবল। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি, মায়া আমাদের বিস্মৃত করে দেয়। একে অপরের শত্রু হল তাইনা। বাবা এসে মায়াকে জয় করতে শেখান, মায়া আবার হারিয়ে দেয়। দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ দেখানো হয়। কিন্তু এমন কিছু হয় নি। এই হল যুদ্ধ। তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে দেবতা হও। মায়া স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, পড়াশোনাতে নয়। স্মরণেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ক্ষণে ক্ষণে মায়া বিস্মৃত করে। দেহ-অভিমানী হলে মায়া চড় লাগিয়ে দেয়। কাম বিকার গ্রস্ত দের জন্যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ হল রাবণের রাজ্য। এখানেও বোঝানো হয় পবিত্র হও তবুও পবিত্র হয় না। বিকার গ্রস্ত হয়ো না, মুখ কালো কোরো না। তা সত্ত্বেও বাচ্চারা লেখে বাবা মায়া হারিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ মুখ কালো হয়েছে। সুন্দর ও শ্যাম বর্ণ আছে তাই না। বিকারী হল শ্যাম

বর্ণ এবং নির্বিকারী গৌর বর্ণের হয়। শ্যাম-সুন্দর কথাটির অর্থ তোমরা ছাড়া দুনিয়ায় কেউ জানে না। কৃষ্ণকেও শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। বাবা তাঁরই নামের অর্থ বুঝিয়ে দেন। কৃষ্ণ স্বর্গের প্রথম প্রিন্স ছিলেন। সৌন্দর্যে একনম্বরে পাস করে ছিলেন। তারপরে পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে নেমে শ্যাম বর্ণে পরিণত হন। তখন নাম রাখা হয় শ্যাম-সুন্দর। এই অর্থটিও বাবা-ই বোঝান। শিববাবা তো হলেন এভার সুন্দর অর্থাৎ সদা সুন্দর। তিনি এসে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সুন্দর করেন। পতিত কালো, পবিত্র-রা সুন্দর হয়। ন্যাচারাল বিউটি থাকে। তোমরা বাচ্চারা এসেছ যাতে আমরা স্বর্গের মালিক হই। গায়নও আছে শিব ভগবানুবাচ, মাতা গণ স্বর্গের দুয়ার খোলেন তাই বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়। বন্দে মাতরম্ বলা হলে পিতাও আছেন সেকথা বোঝা যায়। বাবা মাতাদের মহিমা মন্ডন করেন। প্রথমে লক্ষ্মী, পরে নারায়ণ। এখানে যদিও প্রথমে মিস্টার, পরে মিসেস। ড্রামার রহস্য এমনই নির্দিষ্ট আছে। বাবা হলেন রচয়িতা প্রথমে নিজের পরিচয় দেন । এক হল হদের (দেহের) লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন বেহদের (আত্মার) পারলৌকিক পিতা। অসীম জগতের (বেহদের) পিতাকে স্মরণ করা হয় কারণ তাঁর কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হয়। হদের বর্সা (দেহের দুনিয়ার) প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করা হয়। বাবা আপনি এলে আমরা অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র আপনার সঙ্গেই যুক্ত থাকব। এই কথাটি কে বলছে ? আত্মা । আত্মা-ই এই অর্গান দ্বারা পার্ট প্লে করে। প্রত্যেকটি আত্মা যেমন যেমন কর্ম করে তেমনই জন্ম গ্রহণ করে। ধনী গরিব হয়। এ হল কর্ম, তাইনা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক। তাঁরা কি করেছেন, এই কথা তো তোমরা জানো এবং তোমরাই বোঝাতে পারো।

বাবা বলেন এই চোখ দিয়ে তোমরা যা কিছু দেখছ, সেসবের প্রতি বৈরাগ্য । এইসব তো শেষ হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি তৈরি হলে পুরানো বাড়ির প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হয়। বাচ্চারা বলবে বাবা নতুন বাড়ি করেছেন, আমরা সেখানে যাব। এই পুরানো বাড়ি তো ভেঙে যাবে। এই হল অসীম জগতের (বেহদের) কথা। বাচ্চারা জানে বাবা এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করতে। এই হল পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া।

তোমরা বাচ্চারা এখন ত্রিমূর্তি শিবের সামনে বসে আছ। তোমরা বিজয়ী হও। বাস্তবে তোমাদের এই ত্রিমূর্তি হল কোট অফ আর্মস (প্রতীক চিহ্ন) । তোমাদের ব্রাহ্মণদের এই কুল হল সর্বোচ্চ। শিখরে। এই রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এই কোট অফ আর্মস সম্বন্ধে তোমরা ব্রাহ্মনরাই জানো। শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা পড়ান, দেবী-দেবতায় পরিণত করার জন্যে। বিনাশ তো হবেই। দুনিয়া তমো প্রধান হয় তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাহায্য করে। বুদ্ধি দ্বারা বিজ্ঞানের কত আবিষ্কার বের হতে থাকে। পেট থেকে মিসাইল বের হয় নি। এ হল বিজ্ঞানের আবিষ্কার, যার দ্বারা সম্পূর্ণ কুল ধ্বংস করে দেয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয় উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা। পূজা অর্চনা করা উচিত একমাত্র শিববাবার এবং দেবতাদের। ব্রাহ্মণদের পূজো হতে পারে না কারণ তোমাদের আত্মা যতই পবিত্র হোক না কেন কিন্তু শরীর তো পবিত্র নয়, তাই পূজন যোগ্য হতে পারো না। তোমরা হলে মহিমা যোগ্য। যখন তোমরা আবার দেবতায় পরিণত হও তখন আত্মাও পবিত্র, শরীরও নতুন পবিত্র প্রাপ্ত কর। এই সময় তোমরা মহিমা যোগ্য হও। বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয় । মাতাদের সেনা বাহিনী কি করেছিল ? মাতাগণ শ্রীমৎ অনুযায়ী জ্ঞান প্রদান করেন। তারা সবাইকে জ্ঞান অমৃত পান করান। এইসব যথার্থ ভাবে তোমরাই বুঝতে পারো। শাস্ত্রে অনেক কাহিনী লেখা আছে, সেসব বসিয়ে শোনায়। তোমরা সত্য-সত্য করতে থাকো। তোমরা এইসব বসে শোনাও তাহলে তারা সত্য সত্য বলবে।

মানুষ তো এমন পাথরবুদ্ধি হয়েছে যে সত্য সত্য বলতে থাকে। গায়নও আছে পাথরবুদ্ধি ও স্পর্শ বুদ্ধি। স্পর্শ বুদ্ধি অর্থাৎ পারস নাথ। নেপালে বলা হয় পারসনাথের চিত্র আছে। পারসপুরীর নাথ হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাঁদের ডিনায়েস্টি আছে। এখন মুখ্য কথা হল রচয়িতা ও রচনার রহস্য জানা , যাঁর জন্যে ঋষি-মুনি গণ নেতি-নেতি করে গেছেন। এখন তোমরা বাবার দ্বারা সবকিছু জানছ অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছ। মায়া রাবণ নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী করে দেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে কে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সদা যেন স্মৃতিতে থাকে যে আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ, আমাদের কুল হল সর্বোচ্চ। আমাদের পবিত্র হতে হবে এবং পবিত্র করতে হবে। পতিত-পাবন বাবার সহযোগী হতে হবে।

২) স্মরণে কখনও গাফিলতি করবে না। দেহ-অভিমানের জন্যই মায়া স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাই সর্ব প্রথমে দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ বিনষ্ট করতে হবে।

বরদান :- মায়ার বীভৎস রূপের খেলা সাক্ষী হয়ে দেখে মায়াজিত ভব

ব্যাখা: মায়াকে যারা স্বাগত জানায়, তার বীভৎস রূপ দেখে তারা ঘাবড়ে যায় না। সাক্ষী হয়ে খেলা দেখলে মজা পাবে, কারণ মায়া কেবল বাইরে বাঘের রূপ, কিন্তু ভিতরের শক্তি বেড়ালের মতোও নয়। তোমরা শুধুমাত্র ঘাবড়ে গিয়ে তাকে বড় করে দাও - কি করব, কিভাবে হবে.... কিন্তু এই পাঠ স্মরণে রেখো যা কিছু হচ্ছে সব ভালো আর যা হবে সে তো আরও ভালো। সাক্ষী হয়ে খেলা দেখো তাহলে মায়াজিত হয়ে যাবে।

স্লোগান - যে সহিষ্ণু হয়, সে কারও ভাবে-স্বভাবে ঈর্ষান্বিত হয় না, বরং ব্যর্থ কথা, এক কান দিয়ে শুনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়।